গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
আইন সেল
পরিবহণ পুল ভবন (কক্ষ নং-৮০৮)
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।

লেখাপড়া বিডি.কম
হাতের মুঠোয় লেখাপড়ার সকল তথ্য...

নং- শিম/আইন সেল (শিক্ষা আইন)-১৬/২০০১(অংশ-২)/২০৯

তারিখঃ ২০ চৈত্র ১৪২২ / ০৩ এপ্রিল ২০১৬

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ -এর সুপারিশের আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক শিক্ষা আইন, ২০১৬ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। জনমত যাচাইয়ের জন্য খসড়াটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব-সাইটে (www.moedu.gov.bd) প্রকাশ করা হলো।

২। এমতাবস্থায়, প্রণীত শিক্ষা আইন, ২০১৬ এর খসড়ার ওপর শিক্ষাবিদ ও সমাজের সকল স্তরের জনগণের এবং দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের কোন মতামত বা পরামর্শ থাকলে নিম্নোক্ত ছক মোতাবেক আগামী ১০/৪/২০১৬খ্রি: তারিখের মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিম্নবর্ণিত ই-মেইল নম্বরসমূহের যে কোন একটিতে মতামত দেয়ার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

"ছক"

শিক্ষা আইন, ২০১৬ এর খসড়ার ওপর প্রদত্ত মতামত

ক্রমিক নং	মতামত প্রদানকারী দপ্তর/সংস্থা/ব্যক্তি	মূল খসড়া আইনের ধারা/উপধারা	৩ নং কলামে বর্ণিত ধারা/উপধারার বিপরীতে মতামত প্রদানকারীর প্রস্তাব	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)

ই-মেইল নম্বরসমূহঃ
(1) info@moedu.gov.bd
(2) law_officer@moedu.gov.bd

০৩.০৪.১৬

(ডা. মো. ফারুক হোসেন)
আইন কর্মকর্তা (যুগ্ম-সচিব)
ফোনঃ ৯৫৬৩৫১৬

লেখাপড়া বিডি.কম
হাতের মুঠোয় লেখাপড়ার সকল তথ্য...

(তারিখ: ২২/০৩/২০১৬ পর্যন্ত সংশোধিত)

বিল নং..........., ২০১৬

নিরক্ষরতা দূরীকরণ, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা এবং একই পদ্ধতির সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিধান প্রণয়নকল্পে আনীত

বিল

যেহেতু নিরক্ষরতা দূরীকরণ, আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান, একীভূত ও জীবনব্যাপি শিক্ষা এবং একই পদ্ধতির সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে; এবং

যেহেতু যোগ্য, দক্ষ ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন সু-নাগরিক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষাব্যবস্থাকে সঙ্গতিপূর্ণ করা প্রয়োজন; এবং

যেহেতু এতদুদ্দেশ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, ডিপ্লোমা ও উচ্চশিক্ষা স্তরে আধুনিক, মানসম্মত, যুগোপযোগী টেকসই ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা গড়িয়া তোলা সমীচীন; এবং

সেহেতু এতদদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ**।- (১) এই আইন **শিক্ষা আইন, ২০১৬** নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৩) ইহা সমগ্র বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বিদেশে অবস্থিত শিক্ষাঙ্গানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা :** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) ''**মৌলিক শিক্ষা**'' অর্থ মাধ্যমিক শিক্ষার পূর্বস্তর পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা;

(২) ''**শিক্ষক**'' অর্থ প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং ডিপ্লোমাসহ উচ্চ শিক্ষার সকল স্তরে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ও স্বীকৃত আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা পেশায় নিযুক্ত কোন ব্যক্তি;

(৩) ''**শিক্ষা**'' অর্থ এমন কোন শিখন প্রক্রিয়া, যাহা অক্ষরজ্ঞান হইতে শুরু করিয়া উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং যাহার দ্বারা, প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে, কোন মানুষ ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং উন্নয়নে অবদান রাখিতে সক্ষম হন;

(৪) ''**শিক্ষা প্রতিষ্ঠান**'' অর্থ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বা স্বীকৃত কোন বিদ্যালয়, মাদরাসা, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, একাডেমী, ইনস্টিটিউট বা অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;

(৫) "**সরকার**" অর্থ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা।

(৬) ''**কর্তৃপক্ষ**'' অর্থ ক্ষেত্রমত, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ড, পার্বত্য জেলা পরিষদ, বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও

পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি), পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইজ), বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ), উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি, ন্যাশনাল একাডেমি ফর প্রাইমারী এডুকেশন (নেপ), বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট এবং সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি;

(৭) ''**প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা**'' অর্থ চার বৎসর হইতে ছয় বৎসর বয়সের শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয়, ইন্সটিটিউট বা মাদরাসায় নির্ধারিত মেয়াদের সরকার দ্বারা অনুমোদিত কোন প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা;

(৮) ''**প্রাথমিক শিক্ষা**'' অর্থ সাধারণ শিক্ষা ও মাদরাসা শিক্ষার প্রাক-প্রাথমিকসহ প্রথম শ্রেণি হইতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা;

(৯) ''**মাধ্যমিক শিক্ষা**'' অর্থ সাধারণ শিক্ষার নবম শ্রেণি হইতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত, মাদরাসা শিক্ষার নবম হইতে আলিম পর্যন্ত, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার নবম শ্রেণি হইতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত অথবা জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামোর (NTVQF) আওতায় জাতীয় দক্ষতা স্তর-৪ অর্জন পর্যন্ত শিক্ষা;

(১০) ''**সাধারণ শিক্ষা**'' অর্থ Madrasha Education Ordinance, 1978 (Ordinance No. IX of 1978) এর অধীনে পরিচালিত মাদরাসা শিক্ষা, Technical Education Act, 1967 (Act No. I of 1967) এর অধীন কারিগরি শিক্ষা এবং বাংলাদেশ সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরিচালিত সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আনুষ্ঠানিক শিক্ষা;

(১১) ''**সাক্ষরতা**'' অর্থ পড়া, অনুধাবন করা, মৌখিকভাবে এবং লিখিতভাবে বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যা করিতে পারা, যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারা এবং গণনা করিতে পারা;

(১২) ''**উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা**'' অর্থ আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বাহিরে ঝরিয়া পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মানব সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পরিচালিত এবং পদ্ধতিগতভাবে বিন্যস্ত শিখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্জিত শিক্ষা, যাহা জীবনব্যাপী শিক্ষা পর্যন্ত বিস্তৃত;

(১৩) ''**ডিপ্লোমা স্তরের শিক্ষা**'' অর্থ সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) বা সমমানের পরীক্ষায় পাশের পর চার বৎসর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিংসহ সমমানের অন্যান্য বিশেষায়িত ডিপ্লোমা স্তরের শিক্ষা;

(১৪) ''**জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা**'' অর্থ দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণসহ অন্য কোন কারণে সৃষ্ট জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখিবার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে গৃহীত ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত শিক্ষা;

(১৫) ''**জীবনব্যাপী শিক্ষা**'' অর্থ প্রাতিষ্ঠানিক বা উপানুষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক কিংবা ব্যক্তিগত উদ্যোগে ব্যক্তির সমগ্রজীবনে নানা বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ যাহা চিত্তের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি, অর্জিত দক্ষতার ক্রমবিকাশ কিংবা জীবনমানের উন্নয়নের সহায়ক হয় এইরূপ শিক্ষা;

(১৬) ''**শিক্ষার বিকেন্দ্রীকরণ**'' অর্থ স্থানীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পরিচালনা বিকেন্দ্রীকরণ;

(১৭) ''**নমনীয় শিক্ষা পঞ্জিকা**'' অর্থ আঞ্চলিক পরিবেশ ও জলবায়ু, স্থানীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড- বা জনগণের জীবন-জীবিকা ও কৃষ্টির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি-পাঠদানের সময়সূচি, পরীক্ষাসূচি এবং বার্ষিক অবকাশকাল পুনর্নির্ধারণের মাধ্যমে প্রণীত শিক্ষা পঞ্জিকা;

(১৮) ''**নির্ধারিত**'' অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(১৯) **"জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড"** অর্থ National Curriculum and Textbook Board Ordinance, 1983 (Ordinance No. LVII of 1983) এর section -19 অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড;

(২০) **"ব্যবস্থাপনা কমিটি"** বা **"পরিচালনা কমিটি"** অর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনা কমিটি;

(২১) **"নৈতিক শিক্ষা"** অর্থ এইরূপ কোন শিক্ষা, যাহা শিক্ষার্থীর মধ্যে পরিবার ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও জাতীয় মূল্যবোধ স্থাপন করে এবং সর্বোপরি শিক্ষার্থীকে পারস্পরিক সম্মানবোধ, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক গুনাবলীতে উজ্জীবিত করে;

(২২) **"ধর্ম শিক্ষা"** অর্থ স্ব-স্ব ধর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং তদ্বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষা;

(২৩) **"বয়স্ক শিক্ষা"** অর্থ পনের বৎসর ও তদূর্ধ্ব বয়সের নিরক্ষর নারী-পুরুষের জন্য সাক্ষরতা এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাঠামোর প্রিভোকেশনাল-২ স্তর পর্যন্ত ভোকেশনাল শিক্ষার মাধ্যমে জীবিকায়ন, দক্ষতার ব্যবস্থা করা এবং অব্যাহত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি;

(২৪) **"উচ্চশিক্ষা"** অর্থ সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ও স্বীকৃত কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আইনানুগভাবে পরিচালিত দ্বাদশ শ্রেণির পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষা অর্থাৎ স্নাতক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষা;

(২৫) **"বিশেষ চাহিদামূলক শিক্ষা"** অর্থ প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিতে স্বাভাবিকভাবে শিক্ষা গ্রহণে শারীরিক ও মানসিকভাবে অসমর্থ এমন সকল শিক্ষার্থীর (প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক) শিক্ষার্জন প্রক্রিয়াকে সহজতর করিবার অথবা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করিবার অথবা শিক্ষার্থীর বিশেষ কোন দক্ষতাকে সুসংহত করিবার উদ্দেশ্যে পরিচালিত কোন বিশেষ ধরনের শিক্ষা;

(২৬) **"বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান"** অর্থ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক, চিকিৎসা, ক্রীড়া, সংস্কৃতি বা অন্য কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ে কিংবা রাষ্ট্রের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে বিশেষ শ্রেণির জনবল তৈরির প্রয়াসে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;

(২৭) **"কারিগরি, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (TVET)"** অর্থ এমন একটি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ যাহা প্রযুক্তি ও প্রায়োগিক বিজ্ঞান বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত এবং যাহার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের পেশা সম্পর্কে ব্যবহারিক দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, বোধগম্যতা ও জ্ঞান অর্জন করা যায়;

(২৮) **"জাতীয় শিক্ষা কমিশন"** অর্থ এমন একটি সংবিধিবদ্ধ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, যাহা রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের শিক্ষা অধিকার সংরক্ষণ, শিক্ষার মান উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান এবং শিক্ষার বিষয়ে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করিবে;

(২৯) **"একীভূত (Inclusive) শিক্ষা"** অর্থ লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী, দারিদ্র্য-পীড়িত, শিখনে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন কিংবা ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক কিংবা অন্য কোন কারণে বঞ্চিত শিশুর সমসুযোগ-ভিত্তিক শিক্ষার অধিকার ও অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে প্রদেয় শিক্ষা;

(৩০) **"দুর্গম"** ও **"প্রত্যন্ত অঞ্চল"** অর্থ উপকূল ও পার্বত্যঅঞ্চলসহ সরকার কর্তৃক দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল হিসাবে ঘোষিত এলাকা বা অঞ্চল;

(৩১) **"নোট ও গাইড বই"** অর্থ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন ব্যতিরেকে যে পুস্তকসমূহে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর আলোকে শুধুমাত্র বিভিন্ন পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্নাবলীর উত্তর লিখা থাকে এবং যাহা অধ্যয়ন করিলে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভা বাধাগ্রস্ত হয়, শিক্ষার্থীরা মূল পাঠ্যপুস্তক পাঠে উৎসাহ হারায়;

(৩২) **''প্রিভোকেশনাল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ''** অর্থ আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়া যাহারা কোনভাবে কোন বিষয়ে কারিগরি (Technical) দক্ষতা অর্জন করিয়াছে বা যাহারা ৮ম শ্রেণির নিচের যে কোন শ্রেণির সমতূল্য যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে, তাহাদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামোর (NTVQF) আওতায় জাতীয় দক্ষতা স্তরে আনয়নের জন্য প্রদেয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ;

(৩৩) **"ইংলিশ মাধ্যম স্কুল"** যে সকল স্কুলে Edexcel অথবা Cambridge এর Syllabus অনুসরণপূর্বক পাঠদান করা হয় এবং পরীক্ষা British Council কর্তৃক পরিচালিত হয়।

(৩৪) **"শারীরিক শাস্তি"** অর্থ কোন শিক্ষার্থীকে যে কোন ধরণের দৈহিক আঘাত করা এবং শিক্ষার্থীদের দিয়ে এমন কোন কাজ করানো যাহা শ্রম আইনে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে;

(৩৫) **"মানসিক নির্যাতন"** যে সকল আচার আচরণ ও কথা-বার্তায় শিক্ষার্থীর মানসিক যন্ত্রণার উদ্রেক হয়, তাহার মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয় বা সে অসম্মান ও বিব্রত বোধ করে এবং যাহা তাহার শিক্ষার স্বত:স্ফূর্ততা বিনষ্ট করে।

৩। আইনের প্রাধান্য।- বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, পার্বত্য জেলাসমূহের জন্য বিদ্যমান আইন, বিধি ও নীতিমালার সহিত এই আইনের কোন বিধান সাংঘর্ষিক প্রতীয়মান হইলে, তাহা আলোচনাক্রমে সুষমকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

প্রথম অধ্যায়
প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা

৪। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা।- (১) ৪ (চার) বৎসর হইতে ৬ (ছয়) বৎসর পর্যন্ত বয়সের শিশুদের ইন্সটিটিউট/বিদ্যালয়/মাদরাসায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ হইবে ০২ (দুই) বৎসর।

(২) প্রাথমিক শিক্ষা হইবে প্রথম শ্রেণি হইতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এবং উক্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তিযোগ্য শিশুর বয়স হইবে ন্যূনতম ৬ (ছয়) বৎসর।

৫। প্রাথমিক পর্যায়ের সকল শিশুর জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা।- (১) সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ইবতেদায়ি মাদরাসায় প্রাক-প্রাথমিক স্তর থাকিতে হইবে এবং সকল শিশুর জন্য প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হইবে এবং এই শিক্ষা শিশুর অধিকার হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) সরকার ক্ষুদ্র-জাতিসত্তা ও নৃ-গোষ্ঠীর জন্য পর্যায়ক্রমে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে স্ব-স্ব মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করিবে।

(৩) একইসাথে সকল ধরনের প্রতিবন্ধী, অটিস্টিক, কর্মজীবী ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) সকল শিশুর জন্য বৈষম্যহীণ শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করিবে; যাহাতে লিঙ্গ, ভাষা, বর্ণ, ধর্ম, নৃ-গোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধীতা অথবা অন্য কোন কারণে শিশুর প্রতি কোনরূপ বৈষম্য সৃষ্টি না হয়।

(৫) অনগ্রসর এলাকা বা অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করিবে।

৬। **নিরাপদ ও শিশুবান্ধব শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ।**- নিরাপদ ও শিশুবান্ধব শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে:-

(ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ, শিক্ষকের আচরণ এবং শিখন প্রক্রিয়া যাহাতে শিশুর শারীরিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের সহায়ক হয়, তাহা নিশ্চিত করা;

(খ) প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকালীন ও আসা-যাওয়ার পথ সুগম ও শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(গ) দুর্যোগকালীন সময়ে সকল শিক্ষার্থীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঙ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অর্থ দ্বারা অথবা অভিভাবক কিংবা আগ্রহী স্থানীয় সুধীজন বা দানশীল ব্যক্তিবর্গ, প্রতিষ্ঠান অথবা সরকারের নিকট হইতে অনুদান হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা শিক্ষার্থীদের জন্য স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় দুপুরে মানসম্পন্ন খাবারের ব্যবস্থা করা;

(চ) শিক্ষার্থীদের মানসিক সু-স্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণকল্পে প্রয়োজনীয় কাউন্সেলিং এবং শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে অবস্থানকালীন সময়ে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা;

(ছ) প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যায়ক্রমে শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত পোষাকের ব্যবস্থা করা;

(জ) স্থানীয়ভিত্তিক একটি 'নমনীয় শিক্ষা পঞ্জিকা' প্রণয়নের মাধ্যমে চর, হাওর, বাওর, বিল, উপকূল ও পার্বত্য অঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন পরিবেশ সংক্রান্ত নাজুক অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিবেশ, জলবায়ু ও সংস্কৃতির সহিত মিল রাখিয়া প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি-পাঠদানের সময়সূচি এবং বার্ষিক অবকাশ-কাল নির্ধারণ করা;

(ঝ) প্রাথমিক শিক্ষায় বৈষম্য রোধে ভৌগোলিক অবস্থা নির্বিশেষে প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজন মোতাবেক খেলার মাঠের ব্যবস্থা রাখা, সমমানের অবকাঠামো, নিরাপদ পানীয় জল, স্বাস্থ্যসম্মত জেন্ডার সংবেদনশীল ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শৌচাগার, ইত্যাদি নিশ্চিত করা। এইকসাথে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য উপযুক্ত অবকাঠামোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

(ঞ) ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ (সেকেন্ড চান্স এডুকেশন) প্রদান করা।

৭। **প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক এবং ইবতেদায়ী শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি।**- (১) প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি শিক্ষার জন্য ধারাভিত্তিক আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক বিষয় ব্যতীত, নির্ধারিত কোর বিষয়সমূহের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি হইবে অভিন্ন।

(২) প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি শিক্ষার স্তরসমূহে বাঙালি সংস্কৃতি, ইতিহাস, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর স্ব-স্ব বিষয়সহ নির্দিষ্ট শ্রেণির পাঠ্যসূচি অনুযায়ী নির্ধারিত বিষয়সমূহ বাধ্যতামূলক হইবে।

(৩) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উপ-ধারা (১) ও (২) -এ উল্লিখিত পাঠ্যসূচি লংঘন করিয়া কোন বিষয় পাঠদান করিলে অথবা উক্ত পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পাঠদান না করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা ছয় মাসের কারাদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৪) প্রাথমিক স্তরে, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত, বাংলা, ইংরেজি, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ স্টাডিজ, বিশ্ব পরিচয়, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি, তথ্যপ্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকসমূহ বাধ্যতামূলক হইবে।

(৫) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (৮) এর বিধান লংঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা ছয় মাসের কারাদণ্ড অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৬) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক পাণ্ডুলিপির অনুমোদন গ্রহণ করিয়া কেবলমাত্র কোন প্রকাশক/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি সহায়ক শিক্ষা উপকরণ বা সহায়ক পুস্তক বা ডিজিটাল শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রকাশ করিতে পারিবে। কিন্তু কোন প্রকার নোটবই বা গাইডবই প্রকাশ করিতে পারিবে না।

(৭) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (৪) এর বিধান লংঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে অথবা ছয় মাসের কারাদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৮) পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে, কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে, পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের শিখন-চাহিদা অনুসারে, অতিরিক্ত পাঠ্যপুস্তক সংযুক্ত করা যাইবে; তবে কোন ধরনের নোট বই বা গাইড বই প্রকাশ ও অন্তর্ভূক্ত করা যাইবে না।

(৯) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উপ-ধারা (৬) এর বিধান লংঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে অথবা ছয় মাসের কারাদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(১০) অটিস্টিকসহ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন সকল ধরনের শারীরিক ও মানসিক এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন এবং তাদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা হইবে;

(১১) সরকার নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের মাধ্যমে শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিবে এবং উহা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ নিশ্চিত করিবে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রণয়নকৃত পুস্তক ব্যতীত অন্য কোন পুস্তক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করা যাইবে না;

তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক ও বিশেষ শিক্ষা উপকরণ প্রণয়ন এবং উহার বিনামূল্যে বিতরণ নিশ্চিত করিবে।

(১২) কোন ব্যক্তি বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উপধারা ১১ -এ উল্লিখিত বিধান লংঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি (প্রকাশক/প্রতিষ্ঠান প্রধান) অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা ছয় মাসের কারাদন্ড অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন;

৮। **শিশুর ভর্তি নিশ্চিতকরণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য।-** (১) প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ইবতেদায়ি মাদরাসায় ভর্তি উপযোগী শিশুকে তাহার জন্ম নিবন্ধন সনদ বা সরকারি বা সরকার অনুমোদিত কোন প্রাক-প্রাথমিক বা প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে শিক্ষা সমাপ্তির সনদ দাখিল সাপেক্ষে উপযুক্ত শ্রেণিতে ভর্তি করা যাইবে।

(২) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে সমতার নীতি অবলম্বন করিয়া প্রাক-প্রাথমিকসহ প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইবে ।

(৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকালীন সময়ে শিশুকে কোন প্রকার মানসিক নির্যাতন বা শারীরিক শাস্তি প্রদান করা যাইবে না।

(৪) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (৩) -এর বিধান লংঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে অথবা তিন মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৫) সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং অন্যান্যদের (অভিভাবক হিসাবে) বদলিজনিত কারণসহ অন্যান্য যুক্তিযুক্ত কারণে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনের বিষয়ে সরকার নীতিমালা প্রণয়ন করিবে।

৯। **প্রাক-বৃত্তিমূলক এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষা।-** (১) প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি স্তরের ষষ্ঠ হইতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাক্রমসমূহে বৃত্তিমূলক এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(২) আবেদনকারী থাকা সাপেক্ষে সকল ধরনের শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী এবং অস্টিস্টিক শিশুদের বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির জন্য বিশেষ কোটা সংরক্ষিত হইবে।

১০। **প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি মাদরাসা শিক্ষার জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন।-** (১) প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে কিন্ডারগার্টেন, ইংরেজি মাধ্যম, ইংলিশ ভার্সন (Version) ও ইবতেদায়ি মাদরাসাসহ সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার জন্য নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে নিবন্ধন এবং পাঠদানে উপর্যুক্ত সকল বিধি বিধান অনুসরণ বাধ্যতামূলক হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ সর্বোচ্চ তিন লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা ০৬ (ছয়) মাস কারাদন্ড অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার নিবন্ধনের মাধ্যমে বেসরকারি বিদ্যালয় ও মাদরাসা স্থাপন, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় শর্ত নির্ধারণ করিয়া বিধিমালা প্রণয়ন করিবে।

১১। **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, বিলুপ্তকরণ ইত্যাদি।-** (১) সরকার ক্ষেত্রমতে জনসংখ্যার ঘনত্ব, ভৌগলিক অবস্থান, ভৌগলিক গুরুত্ব, অনগ্রসরতা, দূরত্ব প্রতিকূল যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে পারিবে।

(২) নিবন্ধন ব্যতীত কোন অবস্থাতেই কোন বেসরকারি বিদ্যালয় বা মাদরাসা স্থাপন ও পরিচালনা করা যাইবে না।

(৩) কোন এলাকা বা অঞ্চলে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা না থাকিলে সরকার নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক উহা একীভূত/একত্রীকরণ/স্থানান্তর/বিলুপ্ত করিয়া দিতে পারিবে।

১২। **পরীক্ষা ও মূল্যায়ন।-** (১) প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক মূল্যায়ন হইবে।

(২) তৃতীয় হইতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অর্ধ-বাষিক ও বার্ষিক বা সমাপনী পরীক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন হইবে।

(৩) প্রথম শ্রেণি হইতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাবলিক পরীক্ষার পদ্ধতি, সংখ্যা ও স্তর সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা বা নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে নির্ধারিত হইবে। তবে অষ্টম শ্রেণি শেষে একটি পাবলিক পরীক্ষ হইবে।

(৪) প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড থাকিবে;

১৩। **প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক নির্বাচন।-** (১) প্রাক-প্রাথমিকসহ প্রাথমিক স্তরের সকল ক্ষেত্রে শিক্ষকদের নিয়োগ বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(২) ইবতেদায়ি মাদরাসাসহ প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং ধারা ১০ এর বিধান অনুসারে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নির্বাচনের লক্ষ্যে সরকার একটি স্থায়ী **বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন** গঠন করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত কমিশন প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক নির্বাচনের জন্য সরকার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ প্রদান করিবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত কমিশনের গঠন, কার্যাবলী ও পরিচালনার পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৪। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকবৃন্দের প্রশিক্ষণ।- (১) প্রাক-প্রাথমিকসহ প্রাথমিক শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণকে যুগোপযোগী ও মানসম্পন্ন করিবার লক্ষ্যে সরকার প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন করিবে।

(২) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় অনুশাসন সংবলিত নীতিমালা প্রণয়ন করিবে।

(৩) ইবতেদায়ি পর্যায়ের শিক্ষকগণ বিষয়ভিত্তিক ও বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ গ্রহন করিবে।

(৪) প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের মানসম্পন্ন ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রদান বিষয়ে জাতীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে ন্যাশনাল একাডেমি ফর প্রাইমারি এডুকেশন (নেপ) ভূমিকা পালন করিবে।

১৫। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং অভিভাবক-শিক্ষক পরিষদ গঠন।-

(১) সকল ধারার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করিতে হইবে।

(২) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, এই ধারার বিধান সাপেক্ষে, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন, মেয়াদ ও কার্যপরিধি নির্ধারিত হইবে।

(৩) একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ দুই মেয়াদের বেশি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি মনোনীত বা নির্বাচিত হইতে পারিবেন না।

(৪) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যদের মনোনয়ন, নির্বাচন, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বিধি/নীতিমালা দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৫) কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা যাইবে।

(৬) ব্যবস্থাপনা কমিটি জরুরি পরিস্থিতিতে স্থানীয় প্রশাসনের সহিত সমন্বয় করিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ এবং পরিচালনা করিবে।

১৬। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান।-(১) বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা/থানা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা তদারকি করিবে।

(২) সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিকতর কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইউনিট পিটিআই, NAPE নিয়মিত পরিদর্শন ও তদারকি করিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা ও জীবনব্যাপী শিক্ষা

১৭। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা।- সরকার, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইনের বিধান সাপেক্ষে, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সুযোগ গ্রহণ না করা কিংবা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সুযোগ হইতে বঞ্চিত ৮ (আট)০ হইতে ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর বয়সী সকল শিশু-কিশোরের জীবন-মান উন্নয়নের লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সমতুল্য মানের উপানুষ্ঠানিক মৌলিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে।

১৮। শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত সকল নারী-পুরুষের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ।- (১) আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ না করা কিংবা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক বিশেষ করিয়া যাহাদের বয়স ১৫ (পনের) বৎসর বা তদুর্দ্ধ তাহাদিগকে বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে সাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) ধারা ১৭ অনুসারে মৌলিক শিক্ষা গ্রহণকারী শিশু-কিশোরদের এবং উপ-ধারা (১) অনুসারে সরকার সাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের অব্যাহত ও জীবনব্যাপী শিক্ষার আওতায় জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাঠামোর প্রিভোকেশনাল-২ স্তর পর্যন্ত বৃত্তি ও কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) সন্তোষজনকভাবে প্রিভোকেশনাল-১ স্তর পর্যন্ত উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো (NTVQF) এর আওতায় প্রাক-বৃত্তিমূলক সনদ-১ এবং প্রিভোকেশনাল-২ স্তর পর্যন্ত উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ প্রাক-বৃত্তিমূলক সনদ-২ লাভের অধিকারী হইবেন।

(৪) জাতীয় দক্ষতা সনদ-১ এবং জাতীয় দক্ষতা সনদ-২ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সমতূল্য মানের করিবার উদ্দেশ্যে প্রিভোকেশনাল-২ পর্যন্ত শিক্ষা পাঠ্যক্রম বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পাঠ্যক্রমের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রণীত হইবে।

১৯। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন।- ধারা ১৭ ও ১৮ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক ইতোমধ্যে প্রণীত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন-২০১৪ অনুযায়ী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়
মাধ্যমিক শিক্ষা

২০। মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর ও ধারাসমূহ।- (১) মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর হইবে নবম হইতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত চার বৎসর মেয়াদি।

(২) মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ধারাসমূহ হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) সাধারণ শিক্ষা;
(খ) মাদরাসা শিক্ষা; এবং
(গ) কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা।

(ক) সাধারণ শিক্ষা

(১) মাধ্যমিক স্তরের সাধারণ শিক্ষার ধারা হইবে নবম হইতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত।

(২) সুষ্ঠুভাবে পাঠদানের জন্য সরকার/কর্তৃপক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক অবকাঠামো উন্নয়ন সাধন করিবে এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করিবে।

(খ) মাদরাসা শিক্ষা

(১) মাদরাসা শিক্ষা মেয়াদকাল হইবে দাখিল পর্যায়ে ২ (দুই) এবং আলীম পর্যায়ে ২ (দুই) বৎসর।

(২) দাখিল ও আলীম পর্যায়ে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, সাধারণ গনিত, বাংলাদেশ স্টাডিজ, জলবায়ু পরিবর্তনসহ পরিবেশ পরিচিতি এবং বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়সমূহ বাধ্যতামূলক হইবে।

(৩) সরকার কওমি মাদরাসা শিক্ষার মানোন্নয়ন ও কওমি মাদরাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(গ) কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা

(১) কারিগরি ও বৃত্তিমূলক ধারার শিক্ষায় মাধ্যমিক স্তর হইবে নবম হইতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত।

(২) দেশের সকল কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে থাকিবে এবং শিক্ষা কার্যক্রম ও পরীক্ষা বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিবে।

(৩) জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো (NTVQF) এর আওতায় জাতীয় দক্ষতা মান-২, ৩ ও ৪ সনদ অর্জনকারী উক্ত শিক্ষার্থীদের ক্রেডিট সমন্বয়ের মাধ্যমে ডিপ্লোমাসহ সমমানের অন্যান্য কোর্সে ভর্তির বিষয়টি কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(৪) সরকার অটিস্টিকসহ সকল ধরনের শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ভর্তির জন্য বিশেষ কোটা সংরক্ষণ করিবে।

(৫) সরকার, তৃণমূল পর্যায়ে কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে জেলা, উপজেলা বা থানা পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ ও রিসোর্স কেন্দ্র এবং টেলিসেন্টার প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

২১। মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি।- (১) মাধ্যমিক স্তরের সকল ক্ষেত্রে বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ স্টাডিজ, সাধারণ গণিত, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষায় অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বাধ্যতামূলক হইবে।

(২) মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বাঙালি সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর স্ব-স্ব সংস্কৃতির বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত থাকিবে।

(৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বাঙালি সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর স্ব-স্ব সংস্কৃতির পরিপন্থী এবং কোন ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে এমন কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করা যাইবে না।

(৪) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (৩) এর বিধান লংঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে অথবা ছয় মাসের কারাদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৫) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক পাণ্ডুলিপির অনুমোদন গ্রহণ করিয়া কোন প্রকাশক/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কেবলমাত্র সহায়ক শিক্ষা উপকরণ বা সহায়ক পুস্তক বা ডিজিটাল শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রকাশ করিতে পারিবেন। কিন্তু কোন ধরনের নোট বই বা গাইড বই প্রকাশ করা যাইবে না।

(৬) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (৫) এর বিধান লংঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে অথবা ছয় মাসের কারাদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৭) সরকার মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি 'জাতীয় শিক্ষাক্রম নীতিকাঠামো (National Curriculum Policy Frame Work) প্রণয়ন করিবে এবং যাহার আওতায় জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির (NCCC) কার্যক্রম পরিচালিত হইবে ।

২২। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, বিলুপ্তকরণ, নিবন্ধন ও স্বীকৃতি।- (১) মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিষয়ে সরকার, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ বিবেচনা করিলে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানবিহীন কিংবা ঘনজনবসতিপূর্ণ এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবে।

(২) কোন এলাকা বা অঞ্চলে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা না থাকিলে সরকার উহা একীভূত (Merge)/স্থানান্তর/বিলুপ্ত করিবে।

(৩) নিবন্ধন ব্যতীত মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ, মাদরাসা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক এবং ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা অথবা বিদেশি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাংলাদেশে শাখা স্থাপন বা পরিচালনা করা যাইবে না।

(৪) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (৩) এর বিধান লংঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ তিনলক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে অথবা ০৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৫) বিদেশি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আওতায় 'ও' লেভেল এবং 'এ' লেভেল বা সমপর্যায়ে শিক্ষাদান কার্যক্রম উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে পরিচালনা করা যাইবে; তবে এইরূপ ক্ষেত্রে সাধারণ ধারার সমপর্যায়ের বাংলা ও বাংলাদেশ স্টাডিজ বিষয়সমূহ বাধ্যতামূলকভাবে উহার শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৬) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (৫) এর বিধান লংঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ তিনলক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে অথবা ০৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৭) ইংরেজি ভার্সনে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের বেতন ও অন্যান্য ফিস স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ, প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ব্যয় বিবেচনায় নিয়ে নির্ধারণ করিবে, যাহা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে এবং অনুমোদন ব্যতীত কোন রকম বেতন বা ফিস গ্রহণ করা যাইবে না।

(৮) ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এর মাধ্যমে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক হইবে। শিক্ষার গুণগতমান এবং অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বিবেচনা করিয়া ম্যানেজিং কমিটি নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ (সংশ্লিষ্ট বোর্ড) এর সাথে পরামর্শক্রমে শিক্ষার্থীদের জন্য টিউশন ফি নির্ধারণ করিবে।

(৯) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (৭) এর বিধান লংঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে অথবা ০১(এক) বছর কারাদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২৩। মাধ্যমিক বা দাখিল স্তরে ভর্তি।- (১) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে সরকার প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করিবে।

(২) প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ভর্তির ক্ষেত্রে কোটা সংরক্ষিত থাকিবে। তবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী না পাওয়া গেলে মেধার ভিত্তিতে এই সংরক্ষিত কোটার বিপরীতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাইবে।

২৪। শারীরিক শাস্তি।- (১) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীকে কোন প্রকার মানসিক নির্যাতন বা শারীরিক শাস্তি প্রদান করা যাইবে না।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক দশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে অথবা তিন মাসের কারাদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২৫। পরীক্ষা ও মূল্যায়ন।- (১) নবম হইতে দ্বাদশ শ্রেণি অথবা সমমান পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের অর্ধবার্ষিক, বার্ষিক এবং মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা ও উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার ভিত্তিতে মূল্যায়ন হইবে।

(২) জাতীয় ভিত্তিতে দশম শ্রেণি সমাপ্তির পর মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট, দাখিল বা সমমানের পরীক্ষা এবং দ্বাদশ শ্রেণি সমাপ্তির পর উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট, আলিম বা সমমানের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, জনস্বার্থে পাবলিক পরীক্ষার সংখ্যা, স্তর ও পদ্ধতি পুনর্নির্ধারণ করা যাইবে।

২৬। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক নির্বাচন।- (১) মাধ্যমিক পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ পৃথক বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(২) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে পরীক্ষা গ্রহণ ও উপযুক্ত প্রার্থী বাছাইপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ প্রদানের নিমিত্ত বর্তমান বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (NTRCA) এর কার্যপরিধি ও সাংগঠনিক কাঠামো প্রয়োজনীয়তার নিরিখে পুনর্বিন্যাস করিয়া সরকার একটি 'বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন (NTSC)' গঠন করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত কমিশন ১৩(২) ও ৪৩(৩) ধারা অনুযায়ী প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষা স্তরের ন্যায় বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কারিগরি বিদ্যালয়, দাখিল ও আলিম মাদরাসা এবং সমমান সম্পন্ন মাধ্যমিক পর্যায়ের অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগেরও সুপারিশ করিবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত কমিশনের গঠন, কাঠামো, কার্যাবলী ও দায়-দায়িত্ব বিস্তারিতভাবে পৃথক বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৫) সরকার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও ও শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও প্রদানের জন্য পৃথক নীতিমালা প্রণয়ন করিবে।

২৭। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ।- (১) কর্মরত সকল সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষকগণ বাধ্যতামূলকভাবে Bachelor in Education (B.Ed.) বা সংশ্লিষ্ট ডিপ্লোমা-ইন-টেকনিক্যাল এডুকেশন বা বিএসসি-ইন-টেকনিক্যাল এডুকেশন কোর্সের প্রশিক্ষণ নিয়োগপ্রাপ্তির পাঁচ বৎসরের মধ্যে সম্পন্ন করিবে।

(২) নূতন নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ নিয়োগপ্রাপ্তির পাঁচ বৎসরের মধ্যে বাধ্যতামূলক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমা-ইন-টেকনিক্যাল এডুকেশন বা Bachelor in Education (B.Ed.) বা বিএসসি-ইন-টেকনিক্যাল এডুকেশন বা পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা-ইন-টেকনিক্যাল এডুকেশন বা মাস্টার্স-ইন-টেকনিক্যাল এডুকেশন বা সমমান ডিগ্রি অর্জন করিবে।

(৩) সরকারি ও বেসরকারি নিয়োগপ্রাপ্ত নূতন শিক্ষকগণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের দ্রুততম সময়ের মধ্যে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণসহ চলমান বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিবে।

২৮। সকল পর্যায়ে একাডেমিক, আর্থিক সুপারভিশন ও মনিটরিং।- (১) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক মান ও শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত ব্যয়ের যৌক্তিকতা পর্যালোচনা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ক্রমমান প্রদানসহ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক শৃংখলা আনয়নের লক্ষ্যে এবং শিক্ষা মান উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষক-কর্মচারীদের মেন্টোরিং (Mentoring) ও মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। এই লক্ষ্যে সরকার পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের কার্যপরিধি ও সাংগঠনিক কাঠামো প্রয়োজনীয়তার নিরিখে পুনর্বিন্যাসপূর্বক একটি যুগোপযোগী অধিদপ্তরে রূপান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) অনুচ্ছেদ ২৮ (১) -এ বর্ণিত কার্যাবলী ছাড়াও পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসনিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি-বিধান অনুসরণ, সরকারি ও বেসরকারি অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং আর্থিক অনিয়ম ও অপচয় দূরীকরণে পরিদর্শন ও নিরীক্ষার মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে সরকারের নিকট ষান্নাসিক ভিত্তিতে সুপারিশ পেশ করিবে।

(৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ফলপ্রসূ একাডেমিক সুপারভিশন নিশ্চিত করিবার জন্য সরকার নীতিমালা জারী করিবে।

২৯। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন।- (১) সকল মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'ব্যবস্থাপনা কমিটি' গঠন করিবে।

(২) এই ধারার বিধান সাপেক্ষে ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন, মেয়াদ, কার্যপরিধি ও অন্যান্য শর্তাবলী সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা দ্বারা পরিচালিত হইবে।

(৩) শিক্ষা বোর্ডসমূহের বিদ্যমান বিধি-বিধান বা ক্ষেত্র বিশেষে সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে সকল বেসরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা পরিষদ গঠন করিবে।

(৪) ব্যবস্থাপনা কমিটি, জরুরি পরিস্থিতিতে, স্থানীয় সরকারের সহিত সমন্বয় করিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ এবং উহার শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করিবে৷ একজন ব্যক্তি একাধিক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হিসাবে মনোনীত বা নির্বাচিত হইতে পারিবেন না।

চতুর্থ অধ্যায়
উচ্চশিক্ষা

৩০। উচ্চশিক্ষা স্তর।- উচ্চশিক্ষা স্তর হইবে দ্বাদশ শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর -

(ক) সাধারণ শিক্ষা ক্ষেত্রে স্নাতক বা তদূর্ধ;

(খ) মাদরাসা শিক্ষা ক্ষেত্রে ফাজিল বা তদূর্ধ;

(গ) চিকিৎসা শিক্ষা ক্ষেত্রে এমবিবিএস বা তদূর্ধ;

(ঘ) প্রকৌশল শিক্ষা ক্ষেত্রে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং বা তদূর্ধ;

(ঙ) কৃষি শিক্ষা ক্ষেত্রে কৃষি শিক্ষা বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতক বা তদুর্ধ্ব;

(চ) অন্যান্য শিক্ষা ক্ষেত্রে স্নাতক বা তদূর্ধ বা সমমানের অন্য কোন ডিগ্রি।

৩১। মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ।- (১) উচ্চশিক্ষায় বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষার ব্যবহার অব্যাহত থাকিবে এবং সরকার মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ইংরেজিসহ অন্যান্য ভাষায় রচিত রেফারেন্স বইসমূহ বাংলায় অনুবাদ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও মাদরাসাসমূহে স্নাতক পর্যায়ের সকল কোর্সে ন্যূনতম নম্বর বা ক্রেডিট ভিত্তিক ইংরেজি বিষয় অধ্যয়ন বাধ্যতামূলক হইবে।

৩২। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে ভর্তির যোগ্যতা।- (১) দ্বাদশ শ্রেণি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ স্নাতক পর্যায়ে ভর্তির জন্য যোগ্য বিবেচিত হইবে।

(২) দেশের সকল স্তরের সরকারি ও বেসরকারি কলেজ, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ভর্তির জন্য যথাযথ নীতি প্রণয়নপূর্বক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) স্নাতক উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সণাতকোত্তর শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে কোন প্রকার ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা যাইবে না, তবে অন্য বিশ্ববিদ্যালয় বা একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য ডিপার্টমেন্ট/ইনস্টিটিউট হইতে আসা শিক্ষার্থীদের স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে সমতার ভিত্তিতে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারিবে।

৩৩। প্রকৌশল শিক্ষা।- (১) দেশের সকল স্তরের সরকারি ও বেসরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ যথাযথ নীতি নির্ধারণপূর্বক ভর্তির ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

(২) ডিপ্লোমা প্রকৌশলীগণ, মেধা ও যোগ্যতা অনুযায়ী, দেশের প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে উচ্চতর শিক্ষা জন্য ক্রেডিট সমন্বয় এবং ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করিবেন।

(৩) কারিগরি ডিপ্লোমা পর্যায়ে উত্তীর্ণ বা দক্ষতা মান-৪ অর্জনকারী শিক্ষার্থীরা ক্রেডিট সমন্বয় এবং ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্নাতক পর্যায়ের উচ্চশিক্ষা কোর্সে (ইঞ্জিনিয়ারিং, টেক্সটাইল, কৃষি ইত্যাদি) ভর্তির সুযোগ লাভ করিবেন।

(৪) প্রকৌশল শিক্ষার উন্নয়নে দেশের সকল পর্যায়ের চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন এবং অন্যান্য সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতা গ্রহণ করা যাইবে।

(৫) প্রকৌশল ডিপ্লোমা পর্যায়ের শিক্ষাক্রমকে অধিকতর বিস্তৃত করিবার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্প্রসারণ করা যাইবে।

৩৪। মাদরাসা শিক্ষা।- (১) মাদরাসা শিক্ষায় সাধারণ ধারার অনুরূপ তিন বৎসর মেয়াদী ফাযিল এবং দুই বৎসর মেয়াদী কামিল কোর্সের পাশাপাশি চার বৎসর মেয়াদী ফাযিল অনার্স এবং এক বৎসর মেয়াদী কামিল কোর্স চালু করা হইবে।

(২) 'ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়' এর মাধ্যমে দেশে ফাযিল ও কামিল পর্যায়ে শিক্ষাক্রম অনুমোদন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের একাডেমিক বিষয়ে তদারকি ও পরিবীক্ষণ এবং পরীক্ষা পরিচালিত হইবে।

৩৫। চিকিৎসা শিক্ষা।- (১) নার্সিং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার পর্যায়ক্রমে নার্সিং কলেজে বিএসসি ও এমএসসি নার্সিং কোর্স চালু এবং একই সাথে সকল সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহিত নার্সিং ও প্যারামেডিকেল শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(২) আধুনিক এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রচলিত হোমিওপ্যাথি, ইউনানি এবং আয়ুর্বেদী চিকিৎসা ব্যবস্থারও উন্নয়নে সরকার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(৩) বিদ্যমান মেডিকেল কলেজের মান যাচাই ও নতুন বেসরকারি মেডিকেল কলেজ অনুমোদনের সময় প্রকল্পের যথাযথ মূল্যায়নের জন্য সরকার নির্ধারিত পদ্ধতিতে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন একটি 'মেডিকেল অ্যাক্রিডিটেশান কাউন্সিল' গঠন করিবে।

৩৬। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষা।- (১) সরকার, সকল সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক মানের কারিকুলামসহ কম্পিউটার বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক বিভাগ খোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(২) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিষয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়ন ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার এক বা একাধিক আন্তর্জাতিক মানের 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অথবা ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(৩) উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতি তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর করিবার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি এবং অবকাঠামো উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

৩৭। কৃষি শিক্ষা।- (১) সরকার, দেশিয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ কৃষি বিজ্ঞানী ও কৃষিবিদ সৃষ্টির লক্ষ্যে, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) কৃষি শিক্ষায় স্বল্প-মেয়াদি ইন্টার্নশিপ এর ব্যবস্থা গ্রহণ বাধ্যতামূলক হইবে।

(৩) সরকার, কৃষি শিক্ষার আধুনিকায়নের জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পরিবেশ বিজ্ঞান, জৈব প্রযুক্তি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, সম্পদ অর্থনীতি, জীব-বৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা, ভূমিস্বত্ব ও ব্যবস্থাপনা, পুষ্টি বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে নতুন নতুন কোর্স প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(৪) সরকার, ডিপ্লোমা পর্যায়ের কৃষি শিক্ষা, মৎস্য উন্নয়ন, পশু চিকিৎসা ও পশু পালন, বনবিদ্যা ইত্যাদি শিক্ষাক্রমকে অধিকতর বিস্তৃত করিবার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(৫) সরকার, উচ্চতর কৃষি শিক্ষাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নয়নের জন্য, কৃষি শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি 'সমন্বিত মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি' গঠন করিবে।

৩৮। ব্যবসায় শিক্ষা।- (১) সরকার, শিল্প মালিক এবং সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিদের পরামর্শ বিবেচনায় নিয়ে, শিল্প, বাণিজ্য ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার নিরিখে ব্যবসায় শিক্ষার সকল স্তরে যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, পাঠ্যসূচি নির্ধারণ ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিবে।

(২) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের জন্য শিল্প, বাণিজ্য ও সেবাখাতের প্রতিষ্ঠানসমূহে স্বল্প-মেয়াদি ইন্টার্নশিপ গ্রহণ বাধ্যতামূলক হইবে।

৩৯। আইন শিক্ষা।- (১) আইন শিক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজসমূহ এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করিবে।

(২) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বাস্তবভিত্তিক জ্ঞানের জন্য আইন-আদালতে স্বল্প মেয়াদি ইন্টার্ণশিপ গ্রহণ বাধ্যতামূলক হইবে।

(৩) আইন কলেজ অনুমোদন ও পরিচালনা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৪) সরকার, আইন শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রি, প্রফেশনাল ডিগ্রি এবং আইন বিষয়ে উচ্চতর গবেষণার জন্য দেশে একটি 'সেন্টার অফ এক্সেলেন্স' স্থাপন করিবে।

(৫) সরকার, আইন কলেজসমূহের শিক্ষার মান নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে, বার কাউন্সিল, আইন বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে একটি **'বিশেষ তত্ত্বাবধায়ক কমিটি'** গঠন করিবে।

৪০। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পরিচালনা, নিবন্ধন ও স্বীকৃতি গ্রহণ।- (১) কলেজ পর্যায়ের সকল স্তরের উচ্চ শিক্ষা (ইংরেজি মাধ্যমসহ) প্রতিষ্ঠানকে অনুরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপন, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে নিবন্ধন গ্রহণ বাধ্যতামূলক হইবে।

(২) নিবন্ধন ও পাঠদানের অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যাইবে না।

(৩) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (২) এর বিধান লংঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে অথবা ০৫ (পাঁচ) বছর কারাদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৪) উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, নিবন্ধন এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণয়ন করিবে।

(৫) উচ্চশিক্ষা স্তরের সকল সরকারি, বেসরকারি ও সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের বেতন ও অন্যান্য ফিস সরকার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নির্ধারিত হইবে।

(৬) সরকার, বিধি দ্বারা, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার্থীদের বেতন ও অন্যান্য ফিসসমূহ যৌক্তিক হারে নির্ধারণ করিবার জন্য, একটি 'রেগুলেটরী কমিশন' গঠন করিবে।

(৭) পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত টিউশন ফি -এর বিনিময়ে সান্ধ্যকালীন কোর্স/এক্সিকিউটিভ কোর্স চালু রাখিতে পারিবে।

৪১। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা।- (১) কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা বা বাংলাদেশে কোন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শাখা ক্যাম্পাস, স্টাডি সেন্টার বা টিউটোরিয়াল কেন্দ্র স্থাপন বা পরিচালনা করা যাইবে না।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনুর্ধ ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ডে অথবা ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(৩) উচ্চশিক্ষা উন্নয়নের স্বার্থে, সরকারের অনুমোদন ও এই ধারার বিধান সাপেক্ষে, বেসরকারিভাবে বিশ্ববিদ্যালয় বা সমমানের কোন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা পরিচালনা করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ কোন প্রতিষ্ঠান স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, ধর্ম ও নৈতিকতা এবং বাঙ্গালী সংস্কৃতির পরিপন্থী কোন কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে না।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর বিধান লংঘন করা হইলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বন্ধ করাসহ দায়ী ব্যক্তি অনুর্ধ ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ডে অথবা ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(৫) উচ্চশিক্ষার উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য সরকার পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপকে উৎসাহিত করিবে।

(৬) সরকার পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষাক্রম সামঞ্জস্যপূর্ণ করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

৪২। পরীক্ষা ও মূল্যায়ন।- স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সকল শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতিতে হইবে এবং পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতির মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়ণ করিতে হইবে।

৪৩। উচ্চশিক্ষা স্তরে শিক্ষক নিয়োগ।- (১) উচ্চশিক্ষা সকল স্তরের সরকারি ও বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ পৃথক বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(২) সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চ্যান্সেলর কর্তৃক অনুমোদিত একটি অর্গানোগ্রাম থাকিবে এবং উক্ত অর্গানোগ্রাম অনুসরণ করিয়া প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় জনবল নিয়োগ করিবে।

(৩) সরকারি অনুমোদন ও আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত বেসরকারি কলেজ, ফাজিল ও কামিল মাদরাসা, কারিগরি বা সমমানের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের জন্য সরকার একটি 'বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন' গঠন করিবে। কমিশন উপযুক্ত প্রার্থীদের মধ্য হইতে মেধাভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন করিয়া প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের সুপারিশ করিবে।

৪৪। উচ্চশিক্ষা স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান নির্ণয়।- (১) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মান-নির্ণয় ও উন্নয়নে পৃথক আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল' কাজ করিবে এবং ঐ সকল প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পরিচালিত প্রোগ্রামসমূহের মান নির্ণয় ও উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করিবে।

৪৫। দূরশিক্ষণ ও ই-লার্নিং পদ্ধতিতে শিক্ষাদান।-উচ্চতর শিক্ষায় সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষক্ষর অনুমোদনক্রমে দূরশিক্ষণ এবং ই-লার্নিং পদ্ধতিতে কোর্স/প্রোগ্রাম পরিচালনা এবং ডিগ্রি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে। ইহা একটি রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

৪৬। উচ্চশিক্ষা স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণ । -(১) শিক্ষার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জন নিশ্চিতকল্পে উচ্চশিক্ষা স্তরের শিক্ষকগণ বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিবে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি ও বেসরকারিভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের পাঁচ বৎসরের মধ্যে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণসহ চলমান বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণের বিষয়টি স্ব স্ব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করিবে।

(৩) সরকারি ও বেসরকারি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকগণের চাকুরি প্রাপ্তির পর তাহাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষাতত্ত্ব, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, পাঠদান পদ্ধতি ও কৌশল ইত্যাদি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিবে।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণের জন্য সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উচ্চতর শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হইবে।

৪৭। উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা বিনিময়।- উচ্চতর জ্ঞানের বিকাশ এবং মৌলিক জ্ঞান চর্চার জন্য বিদেশী উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ এবং যৌথ বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান করা হইবে; এবং ইহা বিধি দ্বারা পরিচালিত হইবে।

৪৮। গবেষণা কর্ম/আবিষ্কারমূলক প্রতিভার বিকাশ।- উচ্চ শিক্ষায় গবেষণামূলক কর্মকান্ড/আবিষ্কারমূলক কর্মকান্ডে সরকার নীতিমালা অনুযায়ী স্বীকৃতি প্রদান করিবে।

পঞ্চম অধ্যায়
বিবিধ বিষয়াবলী

৪৯। ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা।- (১) শিক্ষার্থীর চরিত্রে মহৎ গুণাবলীর সঞ্চার এবং তাহাদিগকে সৎসাহস ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণ, সামাজিক ও ধর্মীয় চেতনা এবং নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করিবার লক্ষ্যে শিক্ষাক্রম নির্দেশিত পাঠ্যপুস্তকে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(২) ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খ্রিষ্টানসহ অন্যান্য ধর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত হওয়া, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পরিচালনা এবং ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদান করা হইবে।

(৩) ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠীসহ অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষার্থীরা নিজ ধর্ম সর্ম্পকে যাহাতে শিক্ষার সুযোগ পায় তাহা নিশ্চিত করা হইবে।

(৪) সকল বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিবার সময় বিভিন্ন ধর্ম হইতে উৎসারিত নৈতিকতার বিষয়ে প্রাধান্য প্রদান করিতে হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় নৈতিক শিক্ষা উপর নির্দিষ্ট নম্বরের ধারাবাহিক মূল্যায়ন বাধ্যতামূলক হইবে।

(৫) বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা মাধ্যমে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট বা ডিগ্রির সমতা বিধান করিবে।

৫০। নারী শিক্ষা।- (১) সরকার, শিক্ষার সকল স্তরে নারী-পুরুষ ভেদে সমতা ও সাম্য নিশ্চিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) সরকার, নারী শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত ভৌত অবকাঠামো ও সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যেপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) সরকার, উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণা কাজ করিবার জন্য, দরিদ্র, মেধাবী ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তাভুক্ত ছাত্রীদের বৃত্তির ব্যবস্থা এবং সুদমুক্ত, স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে প্রদানের বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করিবে।

(৪) মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জেন্ডার স্টাডিজ এবং প্রজনন স্বাস্থ্য অন্তর্ভুক্ত করিবে।

৫১। ক্রীড়া ও শারীরিক শিক্ষা।- (১) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শারীরিক ও ক্রীড়া শিক্ষার প্রসারের জন্য পর্যায়ক্রমে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একজন ক্রীড়া শিক্ষক নিয়োগ করা হইবে।

(২) সরকার জেলা পর্যায়ে ক্রীড়াশিক্ষা স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিবে।

(৩) ক্রীড়াশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের ফলে যাহাতে সাধারণ ধারার উচ্চ শিক্ষায় অধ্যয়নে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়, সেইজন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের অভিন্ন বিষয়সমূহ ক্রীড়াশিক্ষার জন্যও বাধ্যতামূলক হইবে।

(৪) সরকার, শারীরিক ও ক্রীড়া শিক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণের জন্য দেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক 'শারীরিক শিক্ষা কলেজ' স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করিবে।

(৫) শিক্ষা বোর্ডসমূহ অধিক্ষেত্র অনুযায়ী দেশের সকল ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করিবে।

৫২। স্কাউট, গার্লস-গাইড এবং ব্রতচারী।- (১) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জন্য স্কাউট, গার্লস-গাইড এবং ব্রতচারী থাকিবে।

(২) দেশের সকল টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে Bangladesh National Cadet Core (BNCC), রোভার স্কাউট এবং রেঞ্জার এর শাখা থাকিবে।

৫৩। শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও মুদ্রণ এবং বাংলা ভাষায় পাঠদান।- (১) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ক্ষেত্র অনুযায়ী কেবল পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য পাঠসহায়ক সামগ্রী প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করিবে এবং পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণের জন্য সরকার একটি পৃথক 'কর্তৃপক্ষ' প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নে পরামর্শ প্রদানের জন্য সরকার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, দক্ষ, অবসরপ্রাপ্ত ও বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে একটি 'জাতীয় পরামর্শ কমিটি' গঠন করিবে।

(৩) ইংরেজি মাধ্যম ও ইংলিশ ভার্সন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত সাধারণ শিক্ষার সকল ধারায় প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হইবে বাংলা:

তবে শর্ত থাকে যে, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকাসমূহের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বাংলার পাশাপাশি স্ব-স্ব মাতৃভাষায়ও প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করা যাইবে।

(৪) ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বাংলা ও বাংলাদেশ স্টাডিজ বিষয় বাধ্যতামূলক হইবে।

(৫) সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম হিসাবে শিক্ষার্থীর সাংস্কৃতিক বিকাশ ও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও ভৌগোলিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন জীবন দক্ষতামূলক বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৫৪। শিক্ষার মান উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা।- (১) সরকার প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) মুখস্থবিদ্যাকে নিরুৎসাহিত করিবার লক্ষ্যে সকল পরীক্ষা সৃজনশীল পদ্ধতিতে গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) সরকার উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য প্রধান পরীক্ষকসহ উত্তরপত্র পরীক্ষক এবং প্রশ্নপত্র মডারেটরদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিবে।

(৪) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে অথবা ছয় মাসের কারাদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৫৫। শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসেবা।- (১) জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীরা যাহাতে উপযুক্ত স্বাস্থ্য সেবা লাভ করিতে পারে তজ্জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ স্থানীয় হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সহিত পরামর্শক্রমে সকল শিক্ষার্থীর জন্য স্বাস্থ্য কার্ড প্রদানের ব্যবস্থা করিবে।

(২) স্থানীয় হাসপাতাল কিংবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তার অথবা স্বাস্থ্যকর্মী সমন্বয়ে এক বা একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য পর্যায়ক্রমে স্বাস্থ্যসেবা টিম গঠন করা হইবে। সেইসাথে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক বা ছাত্র-ছাত্রীকে স্বাস্থ্য বিষয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হইবে।

৫৬। শিক্ষার্থীর পরিচিতি।- (১) শিক্ষার্থীর পরিচিতিতে মাতা-পিতা উভয়ের নাম এবং প্রয়োজনবোধে আইনগত অভিভাবকের নাম উল্লেখ করিতে হইবে।

(২) পরীক্ষা পাশের সনদ এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য ক্ষেত্রে মাতা-পিতা উভয়ের নাম উল্লেখ থাকিবে; তবে যৌনকর্মীর শিশু, দত্তক শিশু এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে শিশুর মর্যাদা সমুন্নত রাখিয়া বিষয়টি নির্ধারণ করা যাইবে।

(৩) মাতা-পিতা বা অভিভাবক নিরক্ষর হইলে তাহাদের শিশুদের যত্নের ক্ষেত্রে শিক্ষক ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ মাতা-পিতা বা অভিভাবককে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করিবেন।

(৪) শিক্ষার্থীদের প্রতি অভিভাবক ও মাতা-পিতার দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে নীতিমালা বা দিক-নির্দেশনা প্রণয়ন করা হইবে।

৫৭। শিক্ষকগণের অধিকার ও মর্যাদা।- (১) সরকার সকল শিক্ষকগণের যথাযথ মর্যাদা প্রদান করিবে।

(২) সরকার সকল স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজনীয় আচরণ বিধি প্রণয়ন করিবে।

(৪) সরকারি স্বার্থে দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে পদায়ন ও অবস্থানের জন্য সরকার সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও কর্মচারিকে বিশেষ ভাতা প্রদান করিবে।

(৫) সরকার, নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক, সকল স্তরের শিক্ষকদের কর্ম মূল্যায়নের ভিত্তিতে ভাল কাজের স্বীকৃতি হিসাবে সনদ প্রদান, দেশে বা বিদেশে উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, পছন্দ অনুসারে উপযুক্ত পোস্টিং প্রদানের ব্যবস্থা এবং অদক্ষতা, কর্তব্যে অবহেলা বা মন্দ কাজের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৬) পরীক্ষায় নকল ও অসদুপায় রোধকল্পে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকগণকে যথাযথ নিরাপত্তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৭) জাতীয় জরুরি জনগুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন ছাড়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষককে শিক্ষা সংক্রান্ত কাজের বাহিরে অন্য কোন কাজে সম্পৃক্ত করা যাইবে না।

(৮) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (এমপিওভুক্ত) শিক্ষকগণের বদলি ও পদোন্নতির বিষয়ে সরকার পৃথকভাবে নীতিমালা প্রণয়ন করিবে।

৫৮। শিক্ষক প্রশিক্ষণ।- (১) বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ও (কারিগরি শিক্ষা) ক্যাডারসহ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ের সকল সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা পরিকল্পনা ও গবেষণা বিষয়ক এবং অন্যান্য উচ্চতর প্রশিক্ষণ কোর্স দক্ষতার সহিত পরিচালনার জন্য সরকার কর্তৃক জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) এর সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন করা হইবে।

(২) সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে দক্ষ ও উচ্চ ডিগ্রিধারী অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রশিক্ষক সমন্বয়ে প্রশিক্ষক জনবল গড়িয়া তুলিতে হইবে। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে সরাসরি নিয়োগকৃত নিজস্ব জনবল এবং বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের প্রেষণে নিয়োগকৃত জনবলের ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি অনুসরণ করা হইবে। একান্ত প্রয়োজনে কোন

বিশেষায়িত কাজের জন্য সরকার অন্য ক্যাডার হইতেও প্রেষণে নিয়োগ দিতে পারিবে। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে জনবল নিয়োগের বিষয়টি পৃথক বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(৩) বেসরকারি শিক্ষকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ এবং সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে সরকার প্রত্যেক প্রশাসনিক বিভাগে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) এর আওতায় একটি করিয়া 'আঞ্চলিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (রায়েম)' প্রতিষ্ঠা করিবে।

(৪) বিষয়ভিত্তিক বা বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে সরকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক **'মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট'** স্থাপন করিবে।

(৫) কারিগরি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট স্থাপন করিবে।

(৬) প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষাসহ শিক্ষা সকল স্তরের শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে একীভূতমূলক (inclusive) শিক্ষা চালু করিতে হইবে।

(৭) সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে সরাসরি ও প্রেষণে নিয়োগ করা হইবে এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জন্য সরাসরি নিয়োগকৃত কর্মকর্তাগণ অপরাপর প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সমপর্যায়ের পদে বদলিযোগ্য হইবে।

(৮) সকল প্রকার শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত শিশুসহ মা প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসন সুবিধা ও ডে-কেয়ার সেন্টারের সুবিধা থাকিবে।

(৯) সরকার সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশু-কিশোরদের শিক্ষা প্রদানের জন্য, বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট স্থাপন করিবে।

৫৯। নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, জাতীয়করণ, এমপিও প্রদান ও পরিচালনা।- (১) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, প্রাথমিক পাঠদানের অনুমতি, একাডেমিক স্বীকৃতি, জনবল কাঠামো এবং বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ভাতার সরকারি অংশ প্রদান ও জাতীয়করণ ইত্যাদি বিষয় সরকার কর্তৃক সময় সময়ে জারিকৃত পরিপত্র, নীতিমালা বা নির্দেশিকার আলোকে পরিচালিত হইবে।

(২) প্রবাসী বাংলাদেশীগণ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের শিক্ষাক্রম অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট দেশের আইন অনুযায়ী উক্ত দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বাংলাদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) অনুসারে বিদেশে স্থাপিত ও পরিচালিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি প্রদানের দায়িত্ব যথাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(৪) প্রতিটি উপজেলায় অন্ততঃ একটি সরকারি মাধ্যমিক স্কুল, একটি টেকনিক্যাল স্কুল ও একটি সরকারি কলেজ পর্যায়ক্রমে স্থাপিত হইবে। এইগুলোর সকল বা যে কোনটি প্রয়োজনে নতুনভাবে স্থাপন অথবা বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে মান বিবেচনায় নিয়ে জাতীয়করণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৫) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন ভাতার সরকারি অংশ প্রাপ্তির জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রাপ্যতা, স্বীকৃতি বা অধিভুক্তি, জনবল কাঠামো, কাম্য শিক্ষার্থী, পাবলিক পরীক্ষার কাম্য ফলাফল এবং ব্যবস্থাপনা কমিটি বা গভর্নিং বডি ইত্যাদির শর্তসমূহ সরকার কর্তৃক জারীকৃত এমপিও নির্দেশিকা অনুসারে প্রতিপালন করিতে হইবে।

(৬) বেসরকারি বিদ্যালয়, কলেজ, মাদরাসা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল শিক্ষক ও কর্মচারী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত যোগ্যতা, নিয়োগ পদ্ধতি ও জনবল কাঠামো অনুযায়ী নিয়োজিত হইবেন।

(৭) সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সরকারি শিক্ষাক্রমের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বেসরকারি সংস্থাসমূহ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত নিজ নিজ উদ্যোগে বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা করিতে পারিবে।

(চ) প্রাথমিক পাঠদানের অনুমতি ও একাডেমিক স্বীকৃতি প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রতিষ্ঠানকে ব্যানবেইস থেকে Education Institutional Identification Number (EIIN) সংগ্রহ করিতে হইবে।

৬০। বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ স্থগিত, কর্তন, বাতিলসহ পুন:প্রদান বা চালুকরণ।- (১) সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান সাপেক্ষে নিম্নোক্ত সুনির্দিষ্ট কারণে কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, মাদরাসার সুপার, প্রধান শিক্ষক অথবা শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতার সরকারি অংশ (এমপিও) এবং প্রতিষ্ঠানের এমপিও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সাময়িক বন্ধ, আংশিক বা সম্পূর্ণ কর্তন কিংবা বাতিল করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হতে আদায়কৃত অর্থ বা অন্য কোন অনুদান বা প্রতিষ্ঠানের যে কোন আয় হইতে প্রাপ্ত অর্থ যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠানের ফান্ডে জমা না রাখিলে এবং প্রতিষ্ঠানের হিসাব সরকার বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষক্ষর নির্দেশনা মোতাবেক যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও আয়-ব্যয় নিরীক্ষা না করা হইলে;

(খ) ভূয়া তথ্য প্রদান/শিক্ষক নিয়োগ/শিক্ষার্থী ভর্তি/শাখা প্রদর্শন অথবা পাবলিক পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন অথবা বোর্ডের আপিল ও আরবিট্রেশন ইত্যাদি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রতিপালন না করিলে;

(গ) এমপিওভুক্তির জন্য ভূয়া বা জাল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ বা নিবন্ধন সনদ প্রদান, ভূয়া বা জাল নিয়োগ সংক্রান্ত রেকর্ড প্রদান করিলে;

(ঘ) রাষ্ট্র বা শৃঙ্খলা বিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত হইলে;

(ঙ) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অথবা যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নয় এমন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবই অনুসরণ করিলে;

(চ) উপযুক্ত আদালত কর্তৃক কোন ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলে;

(ছ) অসদাচরণ বা দায়িত্বে অবহেলার বিষয় প্রমাণিত হইলে;

(জ) কোচিং বাণিজ্যে জড়িত প্রমাণিত হইলে;

(ঝ) মহিলা কোটা অনুসরণ ব্যতীত শিক্ষক নিয়োগ প্রদান এবং প্যাটার্ন বহির্ভূত পদে এমপিও -এর জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক আবেদন প্রেরণ করা হইলে;

(ঞ) নির্ধারিত যোগ্যতার শর্ত পূরণ না করিলে;

(ট) মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনার পরিপন্থী কোন কার্যক্রম প্রমাণিত হইলে;

(ঠ) নারী নির্যাতন ও যৌন নিপীড়নের অভিযোগ প্রমাণিত হইলে;

(ড) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত অসদুপায়ে এমপিও শীটে নাম অন্তর্ভুক্ত হইলে;

(ঢ) পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের পর প্রণীত প্রতিবেদনের সুপারিশ যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের পর তাহা বাস্তবায়ন না করিলে।

(২) প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারের চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) -কে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করিবে এবং যদি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যানবেইসের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য ইচ্ছাকৃতভাবে সরবরাহ না করে, তাহা হইলে সেই প্রতিষ্ঠানের/স্বীকৃতি বা পাঠদানের অনুমতি বাতিলসহ এমপিও বাতিলের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

(৩) স্থগিতকৃত বেতন-ভাতার সরকারি অংশের কোন বকেয়া প্রদান করা যাইবে না।

(৪) সরকারের অনুমোদনক্রমে স্থগিতকৃত বেতন-ভাতার সরকারি অংশ (এমপিও) পুনরায় চালু করা যাইবে। তবে এইক্ষেত্রে কোন বকেয়া প্রদান করা হইবে না।

(৫) এমপিও স্থগিত অথবা বাতিলকৃত কোন প্রতিষ্ঠান পরবর্তিতে ধারাবাহিকভাবে এমপিও'র শর্ত পূরণ করিলে পুনরায় এমপিও ছাড়ের যোগ্য বিবেচিত হইবে।

(৬) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারী ব্যবস্থাপনা পরিচালনা কমিটির মধ্যকার অভ্যন্তরীণ বিরোধের কারণে বা তাহাদের মধ্যে সৃষ্ট মামলার বা অন্য কোন কারণে বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ উত্তোলন সম্ভব না হইলে পরবর্তিতে বকেয়া হিসাবে উত্তোলন করা যাইবে না এবং এইজন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান আর্থিক দায়-দায়িত্ব বহন করিবে।

(৭) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয়ের অর্থ কি কাজে ব্যয় করা হইবে তাহার অনুমতি সরকার/কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। তবে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত ব্যয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কমিটি/পরিষদ -এর অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যয় করা যাইবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান উহার যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ করিবে।

(৮) এমপিও স্থগিত, কর্তন, বাতিল এবং পুন: চালুকরণের বিষয়ে সরকার বিস্তারিতভাবে বিধি/বিধিমালা/ নির্দেশিকা/নীতিমালা জারী করিবে।

৬১। দুর্যোগকালীর শিক্ষা কার্যক্রম।- দুর্যোগকালীন শিক্ষা কার্যক্রম সুসমুন্নত রাখিবার বিষয়টি জাতীয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

৬২। স্থায়ী শিক্ষা কমিশন।- (১) একীভূতমূলক, বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক এবং মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে সরকার একটি স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন করিবে। কমিশেনের গঠন, দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রণিতব্য 'শিক্ষা কমিশন আইন' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

৬৩। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা।- এই আইনের অধীনে স্থাপিত ও পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বিদ্যমান সরকারি আর্থিক বিধি-বিধানের আলোকে পরিচালিত হইবে এবং স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের বা সংস্থার অধিকতর জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও নিরীক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত হইবে।

৬৪। অপরাধের বিচার।- এই আইনের অধীনে কৃত অপরাধসমূহ দেশের প্রচলিত ফৌজদারী আদালতে এবং ক্ষেত্রমতে দেশের প্রচলিত মোবাইল কোর্টে বিচার্য হইবে।

৬৫। আইনের কার্যকারিতা, রহিতকরণ ও হেফাজতকরণ।- (১) এই আইনের সহিত সাংঘর্ষিক নয় এমন আইন, বিদ্যমান বিধি বা প্রবিধান বা বিধানাবলি বা নীতিমালা ইত্যাদি যুগপৎভাবে কার্যকর থাকিবে এবং এই আইনসহ তাহা দেশের শিক্ষা কার্যক্রমে নিয়োজিত সকল সংস্থা/দপ্তর/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্পন্ন ও পরিচালিত হইবে।

(২) এই আইন বলবৎ হইবার পর ইহার কোন বিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ না হইলেও পূর্বে প্রণীত সকল বিধি-বিধান, জারিকৃত আদেশ, নীতিমালা বা প্রজ্ঞাপনের আলোকে কৃত সকল কাজকর্ম ইতোমধ্যে বলবৎ হইয়া থাকিলে তাহা এই আইনের অধীন প্রণীত, জারিকৃত, অনুমোদিত এবং কৃত বলিয়া গণ্য হইবে।

৬৬। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৬৭। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।- (১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

লেখাপড়া বিডি.কম
হাতের মুঠোয় লেখাপড়ার সকল তথ্য...